মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে এম আবু সাইদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং সম্মানিয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আলোচনা সভায় মুক্তিযোদ্ধাগন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়েই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং সম্মানী ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

লাগবে। তাহলে আপনার লোকেরাই তো আপনাকে মাস্টারমাইন্ড এবং গডমাদার বানিয়েছে, আমরা বানাইনি।’



জামায়াতের আমীর আরও বলেন, ‘বলেছিলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশকে সুন্দর বেহেশতী বাগান পয়দা করলে সাড়ে ১৫ বছরের মাথায় আপনাদের এভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে হতো না।’ আমাদের কোন নেতৃবৃন্দ তো পালিয়ে যাননি৷ তারা নিজ নিজ কর্মসংস্থান এবং নিজ নিজ বাসস্থানে ছিলেন। এখন কেন শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেন বলেও যোগ করেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর বলেন, আমরা আজকে শহীদ পরিবারের কাছে এসেছি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নয় বরং আমরা এসেছি অনুপ্রেরণা নেওয়ার জন্য। তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। শুধু শহীদদের হাশরের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ আমার জন্য দান করেছো। আজকে আমি আমার জান্নাতের সব দুয়ার তোমার জন্য খুলে দিলাম। আমার আফসোস এবারের এই যুদ্ধে আমি শহীদের পরিবারের একজন হতে পারলাম না। এ সৌভাগ্য যাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন তাদেরকে আমার ঈর্ষা হয়। আমি যদি তাদের একজন হতাম। আমরা আজকে ঘোষণা করতে এসেছি আমরা আপনার পরিবারের সদস্য হতে চাই।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের কার্যনির্বাহী সদস্য ও পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন- কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের টিম সদস্য ড. আলমগীর বিশ্বাস, খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন, আব্দুল মতিন, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলা জামায়াতের আমির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নের্তৃবৃন্দ, ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

শহীদ পরিবারের সাথে মতবিনিময় শেষে ১৪ জন শহীদ পরিবারের হাতে দুই লাখ করে মোট ২৮ লাখ টাকা তুলে দেন জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে এ সংবর্ধনা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলার মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও ভি জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন, হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, বাদ জুম্মা সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা

ও প্যাগোডায় জাতির শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করে সুবিধাজনক সময়ে মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়।



বিকালে চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মহিলাদের আলোচনা সভা ও জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রিয়া সংস্থার আয়োজনে বিকালে পুরাতন স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি শেষ হয়

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা,চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক,বীর প্রতীক সুবেদার মেজর(অব) সাইদুর রহমান,চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক জেলা কমান্ডার নুরুল ইসলাম মালিক,চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম অ্যান্ড অপস) নাজিম উদ্দীন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ফাতেমা তুজ জোহরা, চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের সদস্যবৃন্দসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।